ভার্ক পরিক্রমা

মাইক্রোফাইন্যান্স সেকশনের শাখা ব্যবস্থাপকদের নতুন শাখায় ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত

গত ১০-১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ইং তারিখে ভার্ক প্রশিক্ষণ সেন্টারে ভার্ক এর মাইক্রোফাইন্যান্স সেকশনের শাখা ব্যবস্থাপকদের নতুন শাখায় ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে মাইক্রোফাইন্যান্স সেশনের পরিচালক, জনাব রণদা প্রসাদ সাহা বলেন- ভার্কের কাজ উন্নয়ন এবং তা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সম্ভব। আপনাদের শুধুমাত্র টাকা পয়সার লেনদেন নয়, মানবিক উন্নয়ন দরকার, মানুষকে সমস্যা হিসেবে না দেখে সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এ জন্য আমাদের আত্মিক উন্নয়ন দরকার। নিজের অধিকার, চাকুরী বিধিমালা, দায়িত্ব জানা-বুঝা এবং তার সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে সফলতা পাওয়া যাবে প্রত্যেক কর্মীর কাছ থেকে এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

৩ দিনের ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণকারীগণ ভার্ক পরিচিতি, কার্যকরী যোগাযোগের জন্য বিবেচ্য বিষয়, যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা, ফলপ্রসু যোগাযোগে একজন উন্নয়ন কর্মীর করণীয়, উদ্বুদ্ধকরণের প্রয়োজনীয়তা, উদ্বুদ্ধকরণের প্রতিবন্ধকতা, উদ্বুদ্ধকরণে একজন কর্মীর কৌশল ও করনীয়, অফিসের সময়সূচী ও নিয়ম শৃঙ্খলা, শাখা ব্যবস্থাপকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, মাঠ পর্যায়ে কাজের জন্য প্রস্তুতি, সমিতির কার্যকরী কমিটি গঠন প্রক্রিয়া, সমিতির সদস্য এবং কার্যকরী কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য, সঞ্চয় ও সঞ্চয়ের গুরুত্ব, ঋণ নীতিমালা, কম্পিউটার সম্পর্কে ধারণা, ঋণী নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয় সমূহ, প্রি-টেষ্ট এবং পোষ্ট-টেষ্ট, ঋণ অনুমোদন, বিতরণ ও আদায় প্রক্রিয়া, বকেয়া পড়ার কারণ ও এর প্রতিকার এবং কম্পিউটার শিক্ষা সম্পর্কে শেখানো হয় যাতে তারা নতুন কর্মক্ষেত্রে কাজে লাগান। অংশগ্রহণকারী হিসাবে ওরিয়েন্টেশনে উপস্থিত ছিলেন মোট ১৫ জন, যার মধ্যে ২ জন নারী ও ১৩ জন পুরুষ।

ঋণ কার্যক্রমে ঝুঁকি চিহ্নিত করন ও নিয়ন্ত্রনে কর্মকৌশল নির্ধারণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক) ভোলাহাট এলাকার উদ্দ্যেগে চাঁপাইনবাবগঞ্জ হর্টিকালচার সেন্টারে দিনব্যাপী ঋণ কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার বিষয়বস্তু ছিল ঋণ কার্যক্রমে ঝুঁকি চিহ্নিত করন ও নিয়ন্ত্রনে কর্মকৌশল নির্ধারণ। উক্ত কর্মশালায় সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন মোঃ আহসান হাবীব শাখা ব্যবস্থাপক, ভোলাহাট শাখা। সভাপতিত্ব করেন, ভার্ক, ভোলাহাট এলাকার সহকারী পরিচালক জনাব এম. আলম তালুকদার। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব তপন কুমার সাহা, উপ-পরিচালক, মাইক্রোফাইন্যান্স সেকশন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আজিম রানা, সহকারী পরিচালক, মাধবদী এলাকা। আরও উপস্থিত ছিলেন ভোলাহাট এলাকার সকল শাখার ব্যবস্থাপক, হিসাবরক্ষক, সিনিয়র প্রোগ্রাম অর্গানাইজার ও প্রোগ্রাম অর্গানাইজারগণ। কর্মশালায় ঋণ কার্যক্রমে ঝুঁকি চিহ্নিত করন ও নিয়ন্ত্রনে কর্মকৌশল নির্ধারণ নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা করা হয়। উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রমের নতুন কিছু ঝুঁকি চিহ্নিত করা হয় এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সুনির্দিষ্ট কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়।

ভার্ক-এর উদ্যোগে কুমিল্লার লক্ষণপুর ইউনিয়নে পালিত হলো আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস

গত ১লা অক্টোবর ভার্কের প্রবীণ জনগোষ্ঠী জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির উদ্যোগে পালিত হলো আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস। কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলার লক্ষণপুর ইউনিয়নে লক্ষণপুর পশ্চিম বাজারে ''সর্বজনীণ মানবাধিকার ঘোষনায় প্রবীণদের জন্য প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরনে প্রজন্মের ভুমিকা'' শীর্ষক প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এক র‍্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন লক্ষণপুর ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির সভাপতি অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাস্টার আব্দুল আজিজ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লক্ষণপুর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ। এছাড়া বক্তব্য রাখেন লক্ষণপুর ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড মেম্বার আনোয়ার হোসেন, ১নং ওয়ার্ড মেম্বার আবু জাফর। প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটির সহ সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাস্টার মমিনুল ইসলাম, সমৃদ্ধি কর্মসূচির পিসি শাহারুল ইসলাম, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মহিউদ্দিন প্রমুখগণ বক্তব্য রাখেন। আলোচনা সভা শেষে লক্ষণপুর পশ্চিম বাজারে বর্ণাঢ্য র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। র‍্যলীটি বাজারের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে লক্ষণপুর পশ্চিম বাজারে গিয়ে শেষ হয়।

বিশ্ব হাতধোয়া দিবস এবং জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০২৩ উদ্‌যাপন

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছর ও **"আপনার নাগালেই পরিচ্ছন্ন হাত"** এই স্লোগানকে সামনে রেখে ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক) মহেশখালী ও কক্সবাজার সদর উপজেলায় যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব হাতধোয়া দিবস এবং জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০২৩ উদ্‌যাপন করে। বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস উপলক্ষ্যে মহেশখালী উপজেলায় উপজেলা পর্যায়ে আলোচনা সভা ও র‍্যালির আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তর), বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

মহেশখালী উপজেলার ছোট মহেশখালী ইউনিয়ন ও কক্সবাজার সদর উপজেলার চৌফলদন্ডী ইউনিয়নে বিভিন্ন কমিউনিটিতে আলোচনা সভা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ক্যাম্পেইন ও হাত ধোয়া ডেমোনেস্ট্রেশন করা হয়। এছাড়াও বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষকমণ্ডলী ও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে বিশ্ব হাতধোয়া দিবস পালন করা হয়। কক্সবাজার সদর উপজেলার দিপশিখা গার্লস একাডেমি এবং মহেশখালী উপজেলার ছোট মহেশখালী উচ্চ বিদ্যালয়ে আলোচনা সভা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ক্যাম্পেইন, কুইজ প্রতিযোগিতা, হাতধায়া ডেমোনেস্ট্রেশন এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিবসটি পালন করা হয়।

প্রকাশনায়: ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)
বি-৩০, এখলাস উদ্দিন খান রোড, আনন্দপুর, সাভার, ঢাকা।
ফোন: ০১৭১১৬৪৭৩০৩

আগুনমুখা নদীর পাড়ে গ্লোবাল ক্লাইমেট এ্যাকশন ডে-২০২৩ উদ্‌যাপন

We must end the era of fossil fuels (আমাদেরকে অবশ্যই জীবাশ্ম জ্বালানীর যুগ শেষ করতে হবে) এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সারা বিশ্বের ন্যায় ১৫ অক্টোবর ২০২৩ বাংলাদেশেও পালিত হয় বিশ্ব জলবায়ু দিবস- ২০২৩। এরই ধারাবাহিকতায় এ্যম্বেসী অব সুইডেন এর অর্থায়নে এমজেএফ-এর সহযোগিতায় ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক) রাঙ্গাবালী উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিভিন্ন ক্ষয়ক্ষতির দাবী পূরনসহ বিভিন্ন প্রস্তাবনা নিয়ে বিশ্ব জলবায়ু দিবসটি পালন করেছে। কোড়ালিয়া লঞ্চঘাট সংলগ্ন নদী ভাঙ্গন কবলিত ছোটবাইশদিয়া গ্রামে মানববন্ধন ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহন করেন ভার্কের কমিউনিটি ভিত্তিক জলবায়ু সহনশীলতা ও নারীর ক্ষমতায়ন কর্মসূচি (ক্রিয়া) প্রকল্পের সমন্বয়কারী মোঃ মোহসীন তালুকদার, জাগো নারী, প্রদিপ্ত প্রকল্পের সিনিয়র প্রকল্প কর্মকর্তা ভুইয়া মোঃ ফরিদ উদ্দিন, রাঙ্গাবালী প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক এম, সোহেল। এছাড়া স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় বক্তারা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পৃথিবী ক্রমশ উষ্ণ হচ্ছে, আর সেই সাথে বিপন্ন হচ্ছে কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সাধারণ মানুষের জানার পরিধি বাড়ানো ও জলবায়ু সংশ্লিষ্ট তথ্যের অবাধ প্রচারণার কোনো বিকল্প নেই। তবে মুশকিল হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আলোচনা বা তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে কারিগরি ভাষা ব্যবহৃত হয় ফলে বিষয়টি সাধারণ মানুষ সহজে বুঝতে পারেনা ফলে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ সাধারণ জনগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সম্পর্কে আরো ভালোভাবে জানতে পারলে যা তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে।

২০২২ সালে বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা ছিল শিল্প বিপ্লবের আগের তুলনায় ১.১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। উষ্ণতার এই মাত্রা বৃদ্ধির ফলে মানুষ, বন্যপ্রাণী এবং সমগ্র প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় এর নেতিবাচক প্রভাব পরেছে। প্রকৃতিতে তীব্র তাপ প্রবাহের পাশা পাশি বেড়েছে অস্বাভাবিক বন্যা, খরা, এবং ঘূর্নিঝড়, পাল্টে গেছে বৃষ্টিপাতের ধরণ। এর ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিসহ নানা ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব মানুষের জীবন ও প্রকৃতিতে অস্বাভাবিক পরিবর্তন হয়েছে আর এর স্বীকার হচ্ছে বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশগুলো। বিপন্ন হচ্ছে চর,উপকূল ও হাওর অঞ্চলের লোকজনের জীবন, জীবিকা, সম্পদ ও পরিবেশ।

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক পরিস্থিতি মোকাবেলায় ২০১৫ সালে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ প্যারিস চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামিয়ে আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। আর এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্য ধরে রাখতে প্রয়োজনীয় 'প্রচেষ্টা' চালিয়ে যেতে সচেষ্ট হবে। বিশ্বের তাপমাত্রা মাত্র ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবার অর্থ হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দৃশ্যমান প্রভাবের মাত্রা বহুগুনে বেড়ে যাবে। এমনকি চলমান পরিস্থিতি তার সব ধরনের বিপদসীমাকে অতিক্রম করবে।